দৈনিক [redacted]

27/7/2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৩...

ক্যাম্পাসে শিক্ষার পরিবেশ চাই

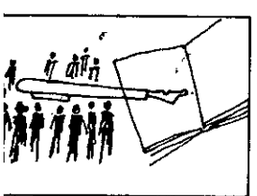

একসময় ছিল যখন ছাত্ররাজনীতির প্রতি
সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সহানুভূতি ও সমর্থন
ছিল। তখনকার ছাত্রনেতৃবৃন্দ ছাত্রসমাজের
বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য আন্দোলন করতো। কিন্তু
সেই প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ বদলে গেছে বহুকাল
আগে। আজকের জমানায় ছাত্ররাজনীতিতে
হলে-হোস্টেলে-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে
আধিপত্য বিস্তারই প্রধান আদর্শ হয়ে
ড়িয়েছে অধিকাংশ ছাত্রনেতার। সর্বোপরি, ক্যাডার নামে একদল সশস্ত্র মস্তান
ক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে জিম্মি করে রেখেছে। দুঃখের সাথে বলতে হয় এদের
ক্রিয় সাহায্য-সহযোগিতা করছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। কারণ
ত্রসংগঠনগুলো কোন-না-কোন রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন। ফলে
ক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কখন যে সংঘর্ষ লাগবে তা কেউ বলতে পারে না। সম্প্রতি ঢাকা
লেজ ও মেডিক্যালে এমনই ঘটনা ঘটেছে। আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে
কা কলেজ ও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রদল-ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘর্ষ
য়ছে। ঢাকা কলেজের সংঘর্ষের জের ধরে ছাত্রদল কর্মীরা বৃহস্পতিবার দুপুরে
রপুর রোডে ব্যারিকেড দিয়ে যানবাহন ভাংচুর করে। তারা একটি গাড়িতে
গুন ধরিয়ে দেয়। ঢাকা মেডিক্যালে সংঘর্ষের সময় কলেজের হোস্টেলে ব্যাপক
ংচুর হয়েছে। বোমাহামলা হয়েছে হোস্টেল সুপারের বাসায়। পরিস্থিতি সামাল
তে ছাত্রাবাস ও ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। খবর শুক্রবারের
কণ্ঠসহ অধিকাংশ জাতীয় সংবাদপত্রের। আজকাল ছাত্রসংগঠনগুলোর মধ্যে
ট যাওয়া সংঘর্ষের খেসারত সাধারণ মানুষকেও দিতে হচ্ছে। যেমন
স্পতিবার ঢাকা কলেজে ছাত্রদল-ছাত্রলীগের সংঘর্ষের জের ধরে ছাত্রদল
পুর রোডে রাস্তায় গাড়ি ভাংচুর করে। তারা সেখানে একটি গাড়িও জ্বালিয়ে
য়। এজন্য মিরপুর রোডে এক ঘণ্টা ধরে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকায়
সাধারণকে দুঃসহ যানজটের শিকার হতে হয়। এ ধরনের সংঘর্ষের কারণে
কা কলেজ কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসে অনির্দিষ্টকালের জন্য সব ধরনের মিছিল-
াবেশ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। ইতোমধ্যে বোমাবাজির প্রতিবাদে ছাত্রলীগ
ম্পাসে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে।

প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজিত অস্থিরতা সম্পর্কে কিছু কথা বলা
কার। এখানে বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের ছাত্রনেতা নামধারী অছাত্রদের হাতে জিম্মি
য় পড়েছে ছাত্র-শিক্ষক সকলেই। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে এই ক্যাম্পাসে।
তামধ্যে ছাত্রদল ২৯ জুলাই থেকে লাগাতার ধর্মঘট আহ্বান করেছে। এই
ঘট এক সপ্তাহ স্থায়ী হলে ১০ সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী আট মাসের সেশনজটের
কার হবে। এদিকে ছাত্রলীগ বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের
ঘটের প্রতিবাদে মিছিল-সমাবেশ করেছে। এসব ঘটনায় সাধারণ
ছাত্রীদের মধ্যে নেমে এসেছে চরম হতাশা।

শের প্রাচীনতম ও উজ্জ্বল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের ঘটনা
টেই নতুন নয়। গুটিকয়েক ছাত্র নামধারী নেতা ও অস্ত্রধারী বহিরাগত
নেতৃবৃন্দ সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে শিক্ষার
বেশ নষ্ট করে দিচ্ছে।

অক্টোপাসের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসা খুব সহজ নয়। ছাত্রসংগঠনগুলোর
ঙ্গ রাজনৈতিক দলগুলোর সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ
বার যে আহ্বান জানিয়েছেন, আজ সেই কাজটি বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য
দাঁড়িয়েছে। একদিকে ছাত্রসংসদের নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠান, অন্যদিকে
ম্পাসে সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া